এই প্রকল্প তথ্যপত্রটি ২৯ জুলাই ২০১৪ তারিখে প্রণীত ইংরেজী সংস্করণ থেকে অনূদিত

প্রকল্প তথ্যপত্র

প্রকল্প তথ্যপত্রে (পিডিএস) প্রকল্প বা কর্মসূচির তথ্যের সারসংক্ষেপ থাকে: পিডিএস একটি চলমান কার্যক্রম হওয়ায় এর প্রাথমিক সংস্করণে কিছু তথ্য অন্তর্ভুক্ত নাও থাকতে পারে। তবে সেগুলো পাওয়া মাত্রই যুক্ত করা হয়। প্রস্তাবিত প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য সম্ভাব্য ও নির্দেশনামলক হয়ে থাকে।

পিডিএস তৈরির তারিখ	–
পিডিএস হালনাগাদ যে পর্যন্ত	১৭ জুলাই ২০১৪
প্রকল্পের নাম	বন্যা ও নদীতীর ভাঙন ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিনিয়োগ কর্মসূচি
দেশ	বাংলাদেশ
প্রকল্প/কর্মসূচি নম্বর	৪৪১৬৭-০১৩ (44167-013)
অবস্থা	অনুমোদিত
ভৌগোলিক অবস্থান	–

এই নথিপত্রে কোনো দেশের কর্মসূচি বা কৌশল তৈরি করা, কোনো প্রকল্পে অর্থায়ন, অথবা নির্দিষ্ট একটি অঞ্চল বা ভৌগোলিক এলাকার উদাহরণ প্রদান বা সংজ্ঞায়নের সময়,ওই অঞ্চল বা এলাকার আইনী বা অন্য কোনো ধরনের মূল্যায়ন করা এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের উদ্দেশ্য নয়।

খাত এবং/অথবা উপখাত শ্রেণি বিভাজন	কৃষি, প্রাকৃতিক সম্পদ এবং পল্লী উন্নয়ন/কৃষি, প্রাকৃতিক সম্পদ এবং পল্লী উন্নয়ন
বিষয়ভিত্তিক শ্রেণি বিভাজন	
জেন্ডার মূলধারাকরণ শ্রেণিবিভাজন	কার্যকর জেন্ডার মূলধারাকরণ

■ অর্থায়ন

সহায়তার ধরন/ক্রিয়াপদ্ধতি	অনুমোদন নম্বর	অর্থায়নের উৎস	অনুমোদনকৃত অর্থের পরিমাণ (হাজারে)
ঋণ	০০৮২	এশীয় উন্নয়ন তহবিল	২৫৫,০০০
অনুদান	০০৮২	নেদারল্যান্ডস ফান্ডস (LoA সহ)	১৫,৩০০
–	–	সহযোগীর অর্থায়ন	১০৩,৪০০
মোট			**মার্কিন ডলার ৪৭৪,৯০০**

■ সুরক্ষা ব্যবস্থার শ্রেণিবিভাগ

সুরক্ষা ব্যবস্থার শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে আরো তথ্যের জন্য দেখুন http://www.adb.org/site/safeguards/safeguard-categories

পরিবেশগত	-
অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন	–
আদিবাসী জনগোষ্ঠী	–

■ পরিবেশগত ও সামাজিক ইস্যুসমূহের সারসংক্ষেপ

পরিবেশগত দিকসমূহ

পরিবেশগত বিবেচনায় প্রথম ট্র্যাঞ্চ বা অংশটি ক-শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত। এ প্রকল্পের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ইতিবাচক ফলাফল আববে যেমন বন্যার কারণে ফসলের ক্ষতি কমবে, নদী ভাঙন থেকে নিরাপত্তা দেবে, এবং কৃষি ও বিনিয়োগের পরিবেশ উন্নত হবে। তবে, বন্যা নিয়ন্ত্রণে বাঁধ নির্মাণের ফলে জলাভূমি এলাকার পানি প্রবাহের গতিপ্রকৃতি পরিবর্তনের কারণে কিছু নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি হবে। এর সম্ভাব্য মূল প্রভাব পড়বে জলাভূমি নির্ভরশীল মুক্ত পানির মাছের প্রজাতি এবং জলাভূমির জলজ প্রাণিকুলের ওপর এবং এর ফলে প্রাকৃতিক জলাভূমির জলজ উৎপাদন কমে যাবে। এই প্রভাব নিরসনে এ প্রকল্পের নকশায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বিষয়টি সরকারের পরিবেশগত প্রভাব জরিপেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যার মধ্যে রয়েছে পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা। অবশিষ্ট প্রভাব মোকাবেলায় প্রথম ট্র্যাঞ্চ বা

অংশের সময়কালে পরিবেশগত বিষয়ে বাড়তি জরিপ পরিচালিত হবে। এসকল জরিপের বাইরে, প্রথম ট্র্যাঞ্চ বা অংশের সময়কালে একটি কর্মকৌশলগত পরিবেশ জরিপের আওতায় বিনিয়োগ কর্মসূচিগুলোর প্রভাব বিশ্লেষণ করা হবে। ১২০ দিনের মধ্যে প্রকাশের আবশ্যিকতা অনুযায়ী পরিবেশগত প্রভাব জরিপ এডিবি'র ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়েছে। MFF-এর জন্য একটি পরিবেশগত জরিপ এবং পর্যালোচনা পরিকাঠামোও প্রণীত হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এমন অংশীদারদের সাথে পরামর্শ করা হয়েছে এবং ক্ষোভ প্রশমন পদ্ধতিও গৃহীত হয়েছে। পরিবেশগত বিবেচনায় পরবর্তী ট্র্যাঞ্চ বা অংশগুলোও যথাসম্ভব ক-শ্রেণিতেই অন্তর্ভুক্ত হবে।

অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন

অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন সংক্রান্ত বিবেচনায় প্রথম ট্র্যাঞ্চ বা অংশ ক-শেণিতে অন্তর্ভুক্ত। যমুনার ডান পাড়ে ১ম উপপ্রকল্প এলাকায় প্রায় ৯৪ হেক্টর জমি অধিগ্রহণ করা হবে। যেসব কারণে এই জমি প্রয়োজন হবে সেগুলো হলো: যমুন নদীর তীর ঘেঁষে বাঁধ (১২.৫ কিলোমিটার) পুনঃনির্মাণ, (খ) শাখানদী বরারব বাঁধ (১০.৫ কিলোমিটার) মেরামত, এবং (গ) যমুনা নদীর তীর বরাবর এর পাড় সুরক্ষা ব্যবস্থা (১.০ কিলোমিটার) নির্মাণ। প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণের ফলে ১,১৮৪টি গৃহস্থালী পরিবারের ৮,৯৫৩ জন মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে যার মধ্যে ৪,৩৯৩ জন তাদের উৎপাদনশীল সম্পদের ১০% হারাবে। বাকী ৪,৫৬০ জন মানুষ স্থানচ্যুত হবে। ক্ষতিগ্রস্ত এসকল মানুষও বন্যা ও নদীতীর সুরক্ষা কর্মকাণ্ডের সরাসরি সুফল ভোগ করবে। জমি অধিগ্রহণের ফলে জমি, অবকাঠামো ও গাছপালার ক্ষতি হবে। সরকারের আইন ও বিধিবিধান এবং এডিবি'র সুরক্ষা নীতিমালা অনুযায়ী এ বিষয়ে একটি পুনর্বাসন পরিকাঠামো ও পুনর্বাসন পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয়েছে এবং নির্বাহী প্রতিষ্ঠানের সাথে ঐক্যমত্য তৈরী হয়েছে। এগুলো নির্বাহী প্রতিষ্ঠানের অনুমোদনক্রমে এডিবি'র ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। পুনর্বাসন পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের স্থানান্তর পরিকল্পনা ও অর্থনৈতিক পুনর্বাসন। কারিগরী সহায়তা (TA) চলাকালে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের সাথে ব্যাপকভাবে পরামর্শ করা হয়েছে এবং পুনর্বাসন পরিকল্পনা থেকে গৃহীত সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি তাদের নিকট ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বাইরের অর্থায়নকৃত কয়েকটি প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (BWDB) সামাজিক ঝুঁকি নিরসনে তাদের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে। যমুনা ও পদ্মা নদীর ১৪ কিলোমিটার দীর্ঘ নদীতীর সুরক্ষায় পুনর্বাসন ও ভূমি অধিগ্রহণের লক্ষ্যে প্রথম অংশ বা ট্র্যাঞ্চের আওতায় বাকী দু'টি উপপ্রকল্প এলাকার জন্য আরো দু'টি পুনর্বাসন পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হবে। এডিবি'র পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক প্রথম অংশ বা ট্র্যাঞ্চের অনুমোদনের পর এসব এলাকার জন্য পুনর্বাসন পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হবে এবং অবকাঠামো নির্মাণের ঠিক আগেই পুনর্বাসন পরিকাঠামো অনুযায়ী অনুমিত বাজেট প্রকল্পের ব্যায়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে। এই নমনীয়তার ফলে চলমান নদীভাঙনের ফলে নদীতীরের গতিপ্রকৃতির ব্যাপক পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়া সহজতর হবে। কারিগরী সহায়তা (TA) চলাকালে এই দু'টি উপপ্রকল্পের অংশীদারদের সাথে পরামর্শ করা হয়েছে। অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন সংক্রান্ত বিবেচনায় পরবর্তী অংশ বা ট্র্যাঞ্চগুলো যথাসম্ভব ক-শেণিতে অন্তর্ভুক্ত হবে।

আদিবাসী জনগোষ্ঠী

আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বিবেচনায় প্রথম অংশ বা ট্র্যাঞ্চ গ-শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত। এই বিনিয়োগ কর্মসূচির আওতায় প্রথম কিম্বা পরবর্তী অংশ বা ট্র্যাঞ্চগুলোর নির্ধারিত উপপ্রকল্প এলাকাগুলোতে এডিবি'র সুরক্ষা নীতিমালায় পরিচালনাগত উদ্দেশ্যে সংজ্ঞায়িত কোন আদিবাসী জনগোষ্ঠী নেই। যেহেতু পরবর্তী অংশ বা ট্র্যাঞ্চগুলোও গ-শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত হবে, তাই আদিবাসী জনগোষ্ঠী বিষয়ে পরিকল্পনা পরিকাঠামো প্রস্তুত করা হয়নি।

■ অংশীদারগণের যোগাযোগ, অংশগ্রহণ ও আলোচনা

প্রকল্প নকশাকালীন

এই প্রকল্প নকশার বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন ধারার অংশীদারদের সাথে পরামর্শ করা হয়েছে। এসব পরামর্শের মধ্যে রয়েছে চাহিদা নিরূপণ, সম্ভাব্য সমাধান বিষয়ে আলোচনা, এবং প্রস্তাবিত প্রকল্পের নকশা বিষয়ে বর্ণনা করা। প্রকল্পের শুরুতে এবং PPTA চলাকালে EA-এর সরকারী কর্মকর্তা এবং অন্যান্য সরকারী প্রতিষ্ঠান, উন্নয়ন সহযোগী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, এনজিও ও স্থানীয় অংশীদারদের অংশগ্রহণে অন্তর্বর্তী ও চূড়ান্ত খসড়া কর্মশালায় PPTA-এর মতামত এবং প্রকল্পের নকশা সম্পর্কে ব্যাখ্যা ও আলোচনা করা হয়েছে। প্রকল্পের কারণে সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ'সহ বিশেষত প্রস্তাবিত উপপ্রকল্প এলাকার স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে যথাযথভাবে পরামর্শ করা হয়েছে যেখানে নারী, ভূমিহীন ও অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ দলগুলোকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এসব পরামর্শ সভার বিষয় ছিলো, (ক) বন্য ও ভাঙন সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তা, (খ) স্থানান্তর ও জীবিকা সংক্রান্ত বিষয়াদি, (গ) চিহ্নিত প্রতিবন্ধকতা দূর করার লক্ষ্যে সম্ভাব্য সমাধান, এবং (ঘ) উক্ত প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতি গ্রহণ। প্রস্তাবিত প্রকল্পের নকশা বিষয়ে ব্যাখ্যা ও আলোচনার জন্য উপপ্রকল্প পর্যায়ে কর্মশালাও অনুষ্ঠিত হয়েছে।

প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন

প্রকল্প বাস্তবায়নকালে এবং ভবিষ্যৎ ট্র্যাঞ্চগুলোর প্রস্তুতির জন্যও একই পন্থায় অংশীদারদের সাথে ব্যাপকভাবে পরামর্শ করা হবে। বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠান, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, পেশাজীবি প্রতিষ্ঠান, এনজিও, স্থানীয় জনসাধারণ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পক্ষের মধ্যে প্রকল্প বিষয়ে তথ্য ও মতামত আদান-প্রদানের জন্য নিয়মিত কর্মশালা আয়োজন করা হবে। স্থানীয় জনসাধারণ যেসব প্রক্রিয়ায় এই প্রকল্পে অংশগ্রহণ করবে সেগুলো হলো: (ক) স্থানীয় জনসাধারণের সমন্বয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন, (খ) জনসমাজের অংশগ্রহণে বন্যা ও নদী ভাঙন দুর্যোগের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং অংশগ্রহণমূলক পন্থায় নিয়মিত O&M, এবং (গ) জীবিকা সহায়তা কর্মকাণ্ড। স্থানীয় জনসাধারণের সক্ষমতা উন্নয়ন কর্মকাণ্ড। স্থানীয় জনসাধারণের সক্রিয়তা ও অংশগ্রহণ রয়েছে এমন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে সুশীল সমাজকে যুক্ত করা হবে। নদী ভাঙন প্রতিরোধ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ কাজে শ্রমিক হিসাবে ব্যাপক সংখ্যক স্থানীয় বাসিন্দা অংশগ্রহণ করবে।

■ বর্ণনা

এই বিনিয়োগ কার্যক্রমের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রধান প্রধান নদী সংলগ্ন প্রকল্প এলাকার মানুষের জীবন ও জীবিকার উন্নয়ন ঘটবে। এর আওতায় সুরক্ষার জন্য অগ্রাধিকারমূলক এলাকাগুলোতে বন্যা ও নদীতীর ভাঙন ব্যবস্থাপনায় প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা জোরদারকরণ এবং একটি সমন্বিত ও টেকসই অবকাঠামোগত ও অন্যান্য ঝুঁকি নিরসন ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে বন্যা ও নদীতীর ভাঙনের ঝুঁকি কমে আসবে। এই বিনিয়োগ কার্যক্রমটি যমুনা-মেঘনা নদী ভাঙন নিরসন প্রকল্পের অনুসরণে গৃহীত হয়েছে। এর আওতায় যমুনা-মেঘনা প্রকল্পের সফল প্রযুক্তিগুলোকে প্রয়োজনীয় উন্নতি সাধনপূর্বক অন্যান্য ভৌগোলিক এলাকাগুলোতেও সম্প্রসারণ করা হবে।

■ প্রকল্পের যৌক্তিকতা ও দেশ/আঞ্চলিক কৌশলের সঙ্গে এর সম্পর্ক

বাংলাদেশের জনসাধারণের জীবন-জীবিকা প্রায়শই বন্যা, নদীভাঙন, খরা, ঘুর্ণিঝড়, ও জলোচ্ছাস'সহ পানি সংক্রান্ত বিভিন্ন দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। এসবের মধ্যে কিছু দুর্যোগ দেশের ভৌগোলিক অবস্থানের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত কেননা এই ভূখণ্ডটি তিনটি প্রধান নদীর মোহনায় বিস্তৃত সমতল জলাভূমি নিয়ে গঠিত। বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে এসব দুর্যোগ আরো মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে। নদীভাঙন বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান দুর্যোগ যার কারণ নদীর গতিপ্রকৃতির দ্রুত পরিবর্তন। প্রতিবছর প্রায় ৫,০০০ থেকে ৬,০০০ হেক্টর জমি নদীভাঙনে হারিয়ে যায়। এই ভাঙনের ফলে প্রতিবছর প্রায় ১,০০,০০০ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর মধ্যে থাকে দরিদ্র মানুষ যারা ব্যাপক সামাজিক দুর্দশার মধ্যে পড়ে যেমন বাড়িঘর, জমি ও শস্য হারিয়ে খাস জমি বা শহরের বস্তিতে গিয়ে ঠাঁই নেয়। নদীভাঙনের ফলে এদেশে প্রতিবছর ২৫ কোটি ডলার ক্ষতি হয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে দুর্যোগের ঝুঁকিও বাড়তে থাকে। বাংলাদেশে জনসংখ্যার উচ্চ ঘনত্বের কারণে দুর্যোগ প্রবণ এলাকা থেকে লোকজনকে সরিয়ে নেয়াও কঠিন হয়ে পড়ে। নদীভাঙনের ফলে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ'সহ অবকাঠামোসমূহের ক্ষতি হয়। নদীভাঙনের উচ্চ ঝুঁকির ফলে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের নির্মাণ ও মেরামত কাজ বাধাগ্রস্ত হয়। ফলে বিস্তীর্ণ জলাভূমি এলাকা বন্যায় তলিয়ে যাওয়ার ঝুঁকিতে পড়ে। বছরের বর্ষা মৌসুমে দেশের প্রায় ২০ শতাংশ এলাকা পানির নিচে তলিয়ে যায় ফলে সম্পদ ও শস্যের ক্ষতি হয়। ঘন ঘন বন্যা, নদীভাঙন ও দুর্যোগের ঝুঁকির কারণে বিনিয়োগ নিরুৎসাহিত হয় এবং এর ফলে নদীএলাকাগুলোতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কমে যায়। এসব অঞ্চলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, জীবিকা উন্নয়ন এবং দারিদ্র দূরীকরণে কার্যকরভাবে বন্যা ও নদীভাঙনের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা জরুরী। পানি খাতের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ১৯৯০ সাল থেকে সংশ্লিষ্ট নীতি, পরিকল্পনা ও আইনী পরিকাঠামো বিষয়ে সরকার অগ্রগতি সাধন করেছে। ১৯৯৯ সালে জাতীয় পানি নীতি গৃহীত হয়েছে এবং ২০০৪ সালে জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা অনুমোদিত হয়েছে। এসকল নীতি ও পরিকল্পনা সক্রিয়করণ ও প্রাতিষ্ঠানিকিকরণ শ্লথ হয়ে পড়েছে তবে বাংলাদেশ পানি আইন ২০১৩ কার্যকর হওয়ার সাথে সাথে এগুলো গতি ফিরে পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। ২০১২ সালে দুর্যোগ

ব্যবস্থাপনা আইন অনুমোদিত হয়েছে এবং সকল খাতে দুর্যোগ বিষয়ক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণীত হয়েছে এবং এতে এ বিষয়ে সার্বিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এডিবি'র অর্থায়নে যমুনা-মেঘনা নদীর ভাঙন নিরসন প্রকল্পের (JMREMP) আওতায় নদীতীর সংরক্ষণে উদ্ভাবনী প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই প্রযুক্তিতে ব্যতিক্রমী ও সাশ্রয়ী বালিভরা জিও টেক্সটাইল (geo-bags) ব্যবহার করা হয় এবং পদ্ধতিগত উপায়ে কঠোর গুণগত মান নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে এসব জিও ব্যাগগুলো ফেলা হয় এবং পানির নিচের কাজের পদ্ধতিগত পরিবীক্ষণ করা হয়। এই প্রযুক্তিগুলোর ব্যবহারে নদীতীরের সুরক্ষা আরো দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং নির্মাণ পরবর্তী সময়ে নদীর গভীরতা পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়া সহজতর হয়। এই বিনিয়োগ কার্যক্রমের আওতায় সফল প্রযুক্তিগুলোকে প্রয়োজনীয় উন্নয়নের মাধ্যমে অন্যান্য ভৌগোলিক এলাকায় সম্প্রসারণ করা হবে। সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ডের মধ্যে থাকবে: (ক) অংশীদারদের জোরালো অংশগ্রহণের পাশাপাশি কাঠামোগত ও কাঠামোবিহীন পদক্ষেপসমূহের মধ্যে আরো কার্যকর সমন্বয় সাধন, (খ) প্রকল্প নকশায় অন্তর্ভুক্ত কাঠামোর স্থায়িত্ব নিশ্চিত করতে যথাযথ পদক্ষেপ গহণ, (গ) জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট অনিশ্চয়তাগুলো নিরসন, এবং (ঘ) এসকল সমস্যা সমাধানে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা জোরদারকরণ। তাছাড়া, বর্তমান অস্থায়ী ভিত্তিক ও খণ্ড খণ্ড পন্থা অবলম্বনের বিপরীতে এ প্রকল্পের আওতায় পুরো নদীগুলোর দীর্ঘমেয়াদী গতিপ্রকৃতি বিষয়ে ধারণার ভিত্তিতে বন্যা ও নদীভাঙন প্রতিরোধে কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণীত হবে। এই কৌশলগত পরিকল্পনা প্রধান নদীগুলোর দীর্ঘমেয়াদী স্থিতিশীলতা এবং দেশের উচ্চতর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ভিত্তি হিসাবে কাজ করবে। এই বিনিয়োগ কার্যক্রমে এডিবি MFF পদ্ধতিতে সহায়তা দেবে। MFF পদ্ধতি যেসব বিষয় সমর্থন করে সেগুলো হলো (ক) নমনীয় ও খাপ খাইয়ে নিতে সমর্থ পর্যায়ভিত্তিক কার্যক্রম যা বাংলাদেশের নদীর গতিপ্রকৃতির সাথে মানিয়ে নিতে কারিগরীভাবে যথাযথ হবে, (খ) নদীর গতিপ্রকৃতিতে ভবিষ্যৎ স্থিতিশীলতার লক্ষ্যে কৌশলগত ও নিয়মানুগ দীর্ঘমেয়াদী বন্যা ও নদীভাঙন প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, এবং (গ) কেন্দ্রীয় পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা জোরদারকরণে দীর্ঘমেয়াদী, অধিক কার্যকর ও কৌশলগত সহায়তা। এই বিনিয়োগ কার্যক্রমের আওতায় অগ্রাধিকার এলাকাসমূহে ধারাবাহিক ট্র্যাঞ্চ বা অংশগুলোতে বন্যা ও নদীভাঙন ব্যবস্থাপনা পদক্ষেপসমূহ বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রথম ট্র্যাঞ্চের আওতায় তিনটি উচ্চ অগ্রাধিকারমূলক উপপ্রকল্প এলাকার জন্য সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কাঠামোগত ও কাঠামো বহির্ভূত জরুরী পদক্ষেপসমূহ বাস্তবায়িত হবে। পরবর্তী অংশগুলোতে নিকটবর্তী বাঁকগুলোতে নদীভাঙনের সর্বশেষ অবস্থার সাপেক্ষে হালনাগাদকৃত নকশা অনুযায়ী সুরক্ষা কাঠামো ও সংশ্লিষ্ট কাঠামো বহির্ভূত পদক্ষেপসমূহ সম্প্রসারণ করা হবে। নদীভাঙনের বাস্তবিক অবস্থার প্রেক্ষিতে ভবিষ্যত ট্র্যাঞ্চগুলোর আওতায় অন্যান্য উচ্চ অগ্রাধিকারমূলক উপপ্রকল্প এলাকাসমূহ অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা জোরদারকরণে পর্যায়ক্রমিকভাবে কৌশলগত সহায়তা প্রদান করা হবে যা MFF-এর পুরো সময়কালে চলমান থাকবে। এই বিনিয়োগ কার্যক্রম সরকার এবং এশিয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) কর্মকৌশলের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। সরকারের ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ২০১১-২০১৫-এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র দূরীকরণ। উক্ত উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নে দুর্যোগের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা'সহ নদীর টেকসই ব্যবস্থাপনা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলার সক্ষমতা জোরদারকরণের বিষয়গুলিকে অত্যাবশ্যক হিসাবে

বিবেচনা করা হয়েছে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বাস্তবায়িত হবে এমন একটি কার্যক্রমে নদীভাঙন প্রতিরোধের বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এডিবি'র পরিচালনাগত একটি মূল ক্ষেত্রও হলো বন্যা ও নদীভাঙনের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য অবকাঠামো সুবিধা। কর্মকৌশল ২০২০-এর অন্যান্য ক্ষেত্রের মধ্যেও রয়েছে দুর্যোগের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা। এডিবি'র কান্ট্রি পার্টনারশিপ ফর বাংলাদেশ (২০১১-২০১৫)-এ প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিষয়ক ঝুঁকির টেকসই ব্যবস্থাপনা উৎসাহিত করে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় সক্ষম অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য দূরীকরণ বিষয়ে জোর দেয়া হয়েছে।

■ উন্নয়ন প্রভাব

প্রকল্প এলাকায় জীবন-জীবিকার উন্নয়ন

■ প্রকল্পের প্রভাব

প্রভাবের বিবরণ	উন্নয়ন প্রভাবের পথে অগ্রগতি
উপপ্রকল্প এলাকাগুলোতে বন্যা ও নদীপাড় ভাঙনের ঝুঁকি হ্রাস পাবে।	-

■ ফলাফল এবং বাস্তবায়নের অগ্রগতি

প্রকল্পের ফলাফলের বিবরণ	বাস্তবায়নের অগ্রগতি (ফলাফল, কর্মকাণ্ড এবং বিষয়সমূহ)
অগ্রাধিকার এলাকাসমূহে বন্যা ও নদীপাড় ভাঙনের ঝুঁকি নিরসন, বন্যা ও নদীপাড় ভাঙনের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতি জোরদারকরণ, এবং সক্রিয় কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি।	-
উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অবস্থা	**বাস্তবিক পরিবর্তন**
-	-

■ ব্যবসায়িক সুযোগসমূহ

প্রথম তালিকাভুক্তির তারিখ	২০ মে ২০১৪

পরামর্শক সেবাসমূহ

সকল পরামর্শক, এনজিও এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান এডিবি'র পরামর্শক ব্যবহার বিষয়ক নির্দেশাবলী অনুযায়ী নিয়োগ করা হবে।

ক্রয়

সকল মালামাল ও নির্মাণকাজ এডিবি'র ক্রয় বিষয়ক নির্দেশাবলী অনুযায়ী ক্রয় করা হবে।

ক্রয় ও পরামর্শক বিজ্ঞপ্তিসমূহ

http://www.adb.org/projects/44167-013/business-opportunities

■ সময়সূচি

ধারণাপত্রের ছাড়	২১ ফেব্রুয়ারি ২০১২
তথ্য-আহরণ	১৭ জুলাই ২০১৩ থেকে ০১ আগস্ট ২০১৩
ব্যবস্থাপনা পর্যালোচনা সভা	০৮ এপ্রিল ২০১৪
অনুমোদন	২৬ জুন ২০১৪
সর্বশেষ পর্যালোচনা উদ্যোগ	–

■ মাইলফলক

অনুমোদন নম্বর	অনুমোদন	সাক্ষর	কার্যকারিতা	সমাপ্তি		
				মৌলিক	সংশোধিত	প্রকৃত
–	–	–	–	–	–	–

■ ব্যবহার

তারিখ	অনুমোদন নম্বর	এডিবি (মার্কিন ডলার হাজারে)	অন্যান্য (মার্কিন ডলার হাজারে)	নিট শতকরা হার
সর্বমোট চুক্তি স্বাক্ষর				
-	-	-	-	-
সর্বমোট অর্থ ছাড়				
-	-	-	-	-

■ চুক্তির শর্তসমূহের অবস্থা

চুক্তির শর্তগুলোকে নিচের শ্রেণিবিভাগ অনুসারে সাজানো হয়েছে- নিরীক্ষিত হিসাবসমূহ, সুরক্ষা ব্যবস্থাসমূহ, সামাজিক, খাত, আর্থিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য। চুক্তির শর্তপালনের মাত্রা নিম্নলিখিত শ্রেণিগুলোতে মূল্যায়ন করা হয়েছে: ক) সন্তোষজনক- এই শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত সকল চুক্তিএর সব শর্তপালন করেছে; যেখানে সর্বোচ্চ একটি ব্যতিক্রম গ্রহণযোগ্য হবে, খ) আংশিক সন্তোষজনক- সর্বোচ্চ দুইটি শর্তপালনে ব্যর্থ হয়েছে এমন সব চুক্তি এই শ্রেণিতে পড়বে,গ) সন্তোষজনক নয়- যেসকল চুক্তি তিন বা তারও অধিক শর্তপালনে ব্যর্থ হবে সেগুলো এই শ্রেণিতে পড়বে। ২০১১ সালের গণযোগাযোগ নীতিমালা অনুযায়ী প্রকল্পের আর্থিক বিবরণীর জন্য চুক্তির শর্তপালনের নির্দেশনাসমূহ শুধু সেসব প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যেগুলোর সমঝোতা-আলোচনার আমন্ত্রণপ্রস্তাব ২০১২ সালের ২ এপ্রিলের পরে দেয়া হয়েছে।

অনুমোদন নম্বর	শ্রেণি বিভাজন						
	খাত	সামাজিক	আর্থিক	অর্থনৈতিক	অন্যান্য	সুরক্ষাব্যবস্থা	প্রকল্পের আর্থিক বিবরণী
ঋণ ০০৮২	–	–	–	–	–	–	–

■ যোগাযোগ ও হালনাগাদের বিবরণী

এডিবির দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	নাতসুকো ততসুকা (ntotsuka@adb.org)
এডিবির দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভাগ	দক্ষিণ এশিয়া বিভাগ
এডিবির দায়িত্বপ্রাপ্ত ডিভিশন	এনভায়রনমেন্ট, ন্যাচারাল রিসোর্সেস এ্যান্ড এগ্রিকালচার ডিভিশন, সার্ড (SARD)
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	–

■ লিঙ্কসমূহ

প্রকল্প ওয়েবসাইট	http://www.adb.org/projects/44167-013/main
প্রকল্প উপাত্তসমূহের তালিকা	http://www.adb.org/projects/44167-013/documents